যুগান্তর

নিয়ামতপুরের নিমদীঘি প্রাথমিক বিদ্যালয়

পাঠদানে 'শিশু শিক্ষক'!

প্রকাশ : ৩০ জুন ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

রেজাউল ইসলাম সেলিম,
নিয়ামতপুর (নওগাঁ)

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার নিমদীঘি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু দিয়ে চলছে শিশুদের পাঠদান কার্যক্রম। শিক্ষক সংকটে এমনটি ঘটছে প্রতিদিনি। এ নিয়ে অভিভাবকমহলে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র ক্ষোভ ও চরম অসন্তোষ। এছাড়াও দিনের পর দিন শ্রেণী পাঠদান ব্যাহত হওয়ায় শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়েও দেখা দিয়েছে সংশয়। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জেনেও কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না- এমন অভিযোগ অভিভাবকদের। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তফা যুগান্তরকে বলেন, বিষয়টি শিক্ষা অফিসকে একাধিকবার জানানো হলেও শিক্ষক সমন্বয়ের মাধ্যমে এ সমস্যা নিরসনের কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না কর্তৃপক্ষ। বিদ্যালয় অফিস সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ২২৬ জন। অনুমোদিত শিক্ষক পদের সংখ্যা প্রধান শিক্ষকসহ ৬ জন। অথচ কর্মরত রয়েছেন মাত্র ২ জন শিক্ষক। এদের একজন দাফতরিক কাজে উপজেলা সদরে গেলে বা ছুটিতে থাকলে ছাত্রছাত্রীকে ৪টি শ্রেণী কক্ষে ধরে রাখতে হয় মাত্র একজন শিক্ষককে। জানা যায়, এ বিদ্যালয় থেকে সহকারী শিক্ষক আরিফা খাতুন চলতি বছরের পহেলা জানুয়ারি দেড় বছরের জন্য ডিপিএড প্রশিক্ষণে চলে যান। এরপর ৩ জন শিক্ষক দিয়েই কোনো রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল বিদ্যালয়টির শ্রেণী পাঠদান। কিন্তু একই বছরের পহেলা এপ্রিল আরেক সহকারী শিক্ষক ফারুক হোসেন পদোন্নতি পেয়ে প্রধান শিক্ষক হয়ে অন্য বিদ্যালয়ে চলে গেলে শিক্ষক সংকট প্রকট হয়ে দাঁড়ায় বিদ্যালয়টিতে। এরপর থেকেই মাত্র দু'জন শিক্ষক দিয়েই চলছে বিদ্যালয়টির শ্রেণী পাঠদান কার্যক্রম। ২৭ জুন সরেজমিন উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে রসুলপুর ইউনিয়নে অবস্থিত নিমদীঘি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র মেহেদি হাসান বাংলা বিষয়ে তার নিজ শ্রেণীতে পাঠদান করাচ্ছে। ঘড়িতে তখন দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিট। তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠদান করছেন প্রধান শিক্ষক মোস্তফা এবং পঞ্চম শ্রেণীতে সহকারী শিক্ষক আবদুল আওয়াল। প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তফা বলেন, 'শিক্ষক সংকটে বিদ্যালয়টিতে শ্রেণী পাঠাদন দিতে খুব সমস্যা হচ্ছে। একই সঙ্গে চলছে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর তিনটি ক্লাস। প্রথম শিফটে চলে শিশু, ১ম, ২য় ও ৫ম শ্রেণীর ক্লাস। এ কারণেই দু'জন শিক্ষকের একজনকে এ শ্রেণীকক্ষ থেকে আরেক শ্রেণীকক্ষে ছুটে বেড়াতে হয় সব সময়।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার নুরুল ইসলাম জানান, 'বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংকট রয়েছে। ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট নিরসনের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে অবহিত করা হয়েছে।'

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।